

## বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রসঙ্গে

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিছুদিন পূর্বে সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলারের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখন হইতে ম্যানেজিং কমিটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা কিংবা মাতা হইবেন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক। পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীর আইনগত অভিভাবক হইবেন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক। সরকারের এই নির্দেশটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় একটি যুগান্তকারী ও সঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা মনে করি। তবে আইনগত অভিভাবক বলিতে কী বুঝায়, তাহা অনেক প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানেন না। তাই অভিভাবক প্রতিনিধির ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও মনোনয়ন ক্রতিপূর্ণ হইতে পারে। আইনগত অভিভাবক হইল ছাত্র-ছাত্রী বা নাবালকের পিতা-মাতার মৃত্যুতে তাহার রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় ব্যক্তি। আইনগত অভিভাবক নির্বাচনে অভিভাবকত্ব আইনে একটি ক্রম নির্ধারণ করা আছে। কারণ সকল ব্যক্তি একই সাথে নাবালকের অভিভাবক হইতে পারে না।

১। পিতা, ২। পিতা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অছি, ৩। পিতামহ, ৪। পিতামহ কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অছি-ইহারা ক্রম অনুসারে নাবালকের আইনগত অভিভাবক হইবে। এমনকি মাতাও আইনগত অভিভাবক নহে। আইনগত অভিভাবক সম্পর্কে প্রখ্যাত আইনবিজ্ঞানী গাজী শামছুর রহমানের মুসলিম আইনের ভাষ্য গ্রন্থে অভিভাবকত্ব আইন অধ্যায়ের ২২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণনা দেওয়া আছে।

আইনগত অভিভাবকের ক্রম তালিকায় বর্ণিত অভিভাবকের মধ্যে কেহ জীবিত না থাকিলে নাবালক তাহার অভিভাবক নির্বাচন করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিবে। আদালত নাবালকের হিত সাধন বিবেচনা করিয়া তাহার বংশের যোগ্য একজন ব্যক্তিকে অভিভাবক নির্বাচন করিবেন। উল্লেখ্য যে, এফিডেভিট করিয়া অভিভাবক নির্বাচন করা যায় না। আইনগত অভিভাবক নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় উক্ত আইনটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যক্তি, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এডভোকেট সৈয়দ মোশাররফ  
হোসেন,  
খিলক্ষেত, টানপাড়া  
ঢাকা-১২২৯।